দৈনন্দিন ওজিফা ও আমল

মাওলানা মোঃ মনিরুল ইসলাম
প্রধান মুফাসসির
দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১।

প্রকাশনায়
দারুননাজাত প্রকাশনী
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১।

সূচীপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	দু'টি কথা	০৫
০২	অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাণী	০৭
০৩	সূরা ইয়াসিন এর ফযীলত	০৯
০৪	সূরা ইয়াসিন	১০
০৫	সূরা আর-রহমান এর ফযীলত	১৭
০৬	সূরা আর-রহমান	১৮
০৭	সূরাওয়াকিয়াহ এর ফযীলত	২৫
০৮	সূরা ওয়াকিয়াহ	২২
০৯	সূরা মুলক এর ফযীলত	২৭
১০	সূরা মুলক	২৮
১১	সূরা সাজদাহ ও এর ফযীলত	৩১
১২	সূরা দুখান ও এর ফযীলত	৩৬
১৩	সূরা কাহাফ এর ফযীলত	৪০
১৪	সূরা কাহাফ	৪১
১৫	আয়াতুল কুরসীর ফযীলত	৫৩
১৬	আয়াতুল কুরসী	৫৬
১৭	সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত ও এর ফযীলত	৫৬

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১৮	সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত ও এর ফযীলত	৫৭
১৯	সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত ও এর ফযীলত	৫৮
২০	সূরা কাফিরূন ও এর ফযীলত	৬০
২১	সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস এর ফযীলত	৬০
২২	এশা বাদ দুরূদ শরীফ (চিশতিয়া ত্বরীকা)	৬২
২৩	ফজর বাদ দরূদ শরীফ (চিশতিয়া ত্বরীকা)	৬২
২৪	তেত্রিশ আয়াত পাঠের ফযীলত ও নিয়ম	৬৩
২৫	আল্লাহ তা'য়ালার নিরানব্বই নাম (আল আসমাউল হুসনা)	৬৭
২৬	সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার	৬৯
২৭	দরূদে নারিয়া	৭০
২৮	খতমে খাজেগান	৭০
২৯	গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় তাসবীহাত	৭২
৩০	সালাতুত তাসবীহ	৭৪
৩১	সালাতুত তাওবা	৭৫
৩২	সালাতুল হাজাত	৭৭
৩৩	উমরী কাজা নামায	৭৭
৩৪	গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় দুআ ও মুনাজাত	৭৮

সূরা ইয়াসিন

সূরা ইয়াসিন এর ফযীলত

১. মুগাফ্ফাল ইবনে ইয়াছার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,'কুরআনের অন্তর হলো "ইয়াসিন" যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য এবং আখেরাতে মুক্তির জন্য এই সূরা তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট এই সূরা তিলাওয়াত করো।' (মুসনাদু আহমাদ, হা. নং- ২০৩০০; সুনানু কুবরা নাসায়ী, হা. নং-১০৮৪৭)

২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْباً. وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ. مَنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

'প্রত্যেক জিনিসের একটি অন্তর আছে, আর কুরআনের অন্তর হলো "সূরা ইয়াসিন"। যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করল, সে যেন পূর্ণ কুরআন দশবার তেলাওয়াত করল। (শুয়াবুল ঈমান, হা. নং-২২৩৩; মুসনাদু বাযযার, হা. নং-৭২৮২)

৩. হযরত জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ قَرَأَ يٰسٓ فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ.

'যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাতে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (ইবনে হিব্বান, ২৫৭৪; সুনানু দারেমী, হাদীস নং-২২৩৬)

সূরা আর-রহমান এর ফযীলত

وعن جابر رضي الله عنه ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ، فقرأ سورة (الرحمن) ، من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال : " لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ، فكانوا أحسن مردودا منكم ، كنت كلما أتيت على قوله : فبأي آلاء ربكما تكذبان ، قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ، فلك الحمد " ، رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب.

হযরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মাঝে আসলেন। অতপর সূরা আর-রহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলওয়াত করলেন। উপস্থিত সাহাবীগন সূরাটি শুনেও চুপ করে থাকলেন। তখন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: একরাতে জিনেরা একত্রি হয়েছিল তখন আমি তাদেরকে এই সূরা তেলাওয়াত করে শুনিয়েছিলাম। তারা তোমাদের চেয়েও সুন্দর প্রতিউত্তর করেছিল। আমি যতবার فبأي آلاء ربكما تكذبان (তোমরা আমার কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে) তেলাওয়াত করেছি ততবার তারা বলেছে لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ، فلك الحمد " (হে আমাদের রব আমরা আপনার কোন নেয়াতমকে আমরা অস্বীকার করি না, সকল প্রশংসা আপনারই।) (তিরমিযি)

সূরা আর রাহমান এর ব্যাপারে আলী (রাঃ) বলেন আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি রসূল (সাঃ) বলেছেন প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটি সৌন্দর্য আছে আর পবিত্র কোরআন শরীফের সৌন্দর্য হলো সূরা আর রহমান। [বাইহাকী শুআবুল ঈমান]

আউলিয়ায়ে কেরামের অভিজ্ঞতা থেকে এই সূরার কতিপয় ফজিলত বর্ণনা করেছেন। সেগুলো নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

- যে ব্যক্তি সূরা আর রহমান নিয়ামিত তেলাওয়াাত করবে তেলাওয়াতকারীর উপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হয়।
- তার জন্য দোজখের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের দরজা সমূহ কে খুলে দেওয়া হবে।
- যে ব্যক্তি এই সূরাটি নিয়মিত তেলাওয়াত করবে কেয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। দুনিয়াতে তার রিজিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে, যে ব্যক্তি লাগাতার ৪০ দিন সূর্য উদিত হওয়ার সময়

فَاكِهَةٌ وَّ النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ
الرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ
الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَ خَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ
مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾ رَبُّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ
﴿٢٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ
الْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾ وَ لَهُ
الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو
الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾
يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ
﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ
الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ